দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

252

উপজেলা পরিক্রমা

মহেশপুর

মহেশপুর (ঝিনাইদহ), ১ মার্চ (সংবাদদাতা)।— সম্রাট আকবরের আমলে রাজা সুলতান মাঝির রাজ্যের রাজধানী ছিল এই মহেশপুর উপজেলা। তৎকালীন হিন্দু জমিদারদের ষড়যন্ত্রে রাজা সুলতান মাঝি নির্মমভাবে নিহত হবার পর রাজার এই অঞ্চলসমূহ জমিদাররা করায়ত্ব করলে বার জমিদারদের আবাসস্থলে পরিণত হয় মহেশপুর। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের সময় জমিদারদের প্রচেষ্টায় মহেশপুর থানা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর লর্ড ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে মহেশপুর পৌরসভার মর্যাদা লাভ করে। ইতিহাসের পাতায় বিভিন্ন কারণে বারংবার স্থান পেয়েছে এই মহেশপুরের নাম। নীল চাষের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে বহুল পরিচিত মহেশপুর। নীল কর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিক্ষোভের ইতিহাস সকলেরই জানা। এই মহেশপুরেই এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তর কৃষি খামার (দত্তনগর বীজ বর্ধন খামার) অবস্থিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে মহেশপুরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। দুই লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত মহেশপুর গত ২ জুলাই ১৯৮৩-তে উপজেলার মানে উন্নীত হয়। এই মহেশপুরের নাম বারংবার ইতিহাসের পাতাকে সমৃদ্ধশালী করলেও ১৬১ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট বারটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত মহেশপুর উপজেলা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত।

যোগাযোগ

মহেশপুর উপজেলা থেকে ঝিনেদা জেলা সদরের দূরত্ব ছাব্বিশ মাইল। উপজেলা সদর এক কোণে অবস্থানের কারণে কাজিরবেড়, নেপা, শ্যামকুড়, স্বরূপপুর ও যাদবপুর ইউনিয়ন পরিষদের দূরত্ব গড়ে ১৫ থেকে ২০ মাইল। উপজেলার মোট আধাপাকা রাস্তা ছাব্বিশ মাইল এবং কাঁচা মাটির রাস্তা তিন শ' আশি মাইল। দূরবর্তী ইউনিয়ন পরিষদের অধিবাসীরা বর্ষা মওসুমে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহায়। অত্র উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য মহেশপুর-বাঘাডাঙ্গা ভায়া ঘুগরী, পান্তাপাড়া; জেলেপোতা, তালশার সেজিয়া, নেপা; মহেশপুর-সামন্তা ভায়া ভৈরবা বাজার; মহেশপুর-যাদবপুর ভায়া নাটিমা বাজার, মান্দার তলা বাজার; জীবননগর-জিন্নাহনগর ভায়া দত্তনগর, গুড়দাহ, বাকসপোতা রাস্তা জরুরী ভিত্তিতে পাকা অথবা আধাপাকা করা প্রয়োজন।

শিক্ষা

অত্র উপজেলার শতকরা শিক্ষিতের হার ৯ দশমিক ৫০ জন। অর্ধশিক্ষিত ও স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন শতকরা ১৫ জন। ১১টি মাধ্যমিক ও ৭টি নিম্ন মাধ্যমিক, ৬৫টি সরকারী, ১৬টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪টি জুনিয়র মাদ্রাসা এবং ১টি মহাবিদ্যালয় রয়েছে। মহাবিদ্যালয়টি ও ফতেপুর, সুন্দরপুর, শ্যামকুড় গ্রামে গত ১৯৮৫ সালে ১টি করে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। উপজেলার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো দীর্ঘ ১৩/১৪ বছর অতিক্রম করলেও সরকারীকরণ করা হয়নি। এ সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ-এর অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

কৃষি

মহেশপুর উপজেলার শতকরা ৯০ জনই কৃষিজীবী। এখানকার কৃষকদের কৃষি পণ্যের মধ্যে প্রধানতঃ ধান ও পাট আয়ের উৎস। তবে আখ, তামাক, ছোলা, মশুরী, খেজুরের গুড় ও কাঁঠাল কৃষকদের কোন রকমে বাঁচিয়ে রেখেছে। উপজেলার ৮৫ হাজার একর জমি আবাদযোগ্য এবং আবাদযোগ্য অনাবাদী ও পতিত জমি ৭ হাজার ৪শ' ৯১ একরসহ মোট জমির পরিমাণ ১ লাখ ২ হাজার ৮শ' ৫৩ একর। এর মধ্যে ২ ফসলি অথবা ৩ ফসলি জমির পরিমাণ ৫৬ হাজার একর। পর পর তিন বছর কৃষকরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল ঘরে তুলতে পারেনি।